বণিক বার্তা

রোববার | ঢাকা ■ জানুয়ারি ২৫, ২০১৫ । মাঘ ১২, ১৪২১

নাজুক অবস্থায় বেসরকারি খাত

মীর মনিরুজ্জামান ও রাশেদ এইচ চৌধুরী ■

অবরোধের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে শিল্পের কাঁচামাল পরিবহন। উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ ও বাজারজাতেও দেখা দিচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। বাধ্য হয়ে বেসরকারি খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানই উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। বন্ধও রেখেছে কেউ কেউ। অথচ বহন করতে হচ্ছে শ্রমিকদের মজুরিসহ অন্যান্য ব্যয়। সব মিলিয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে বেসরকারি খাত।

বেসরকারি উদ্যোক্তারা বলছেন, অবরোধের কারণে দেশের ৪২ হাজারের বেশি উৎপাদন ইউনিটের সবই কম-বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে। উৎপাদন কমেছে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ।

তথ্যমতে, দেশের উৎপাদনশীল খাতের প্রায় ৯৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি। রফতানি আয়ের দিক দিয়ে এর মধ্যে প্রধানতম খাত তৈরি পোশাক। দেশের রফতানির আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে এ খাতের হাত ধরে। কিন্তু টানা অবরোধের কারণে খাতটিতে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্য জাহাজীকরণেও বড় ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, চলতি অর্থবছর পোশাক রফতানির লক্ষ্য ২ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। এ হিসাবে প্রতিদিন পণ্য উৎপাদন করতে হবে ৭ কোটি ডলারের বেশি। চলমান হরতাল-অবরোধের কারণে দৈনিক ২০-২৫ শতাংশ উৎপাদন কম হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ডলারের পণ্য কম উৎপাদন হচ্ছে। এদিকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে পোশাক পরিবহনও কমেছে ৫০ শতাংশ। স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার কনটেইনার পরিবহন হলেও নিরাপত্তা প্রহরায় এখন পরিবহন হচ্ছে ৫০০টির মতো।

> উদ্যোক্তারা বলছেন, টানা অবরোধের কারণে দেশের ৪২ হাজারের বেশি উৎপাদন ইউনিটের সবই কম-বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে। উৎপাদন কমেছে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ

সংগঠনের সহসভাপতি শহিদুল্লাহ আজিম *বণিক বার্তাকে* বলেন, হরতাল-অবরোধে সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কারখানায় শ্রমিকদের উপস্থিতিও কমে গেছে। এ অবস্থায় উৎপাদন কমে যাওয়ারই কথা। চলমান অস্থিরতায় সার্বিকভাবে পোশাক খাতের উৎপাদন ২০-২৫ শতাংশ কমে গেছে। ফলে মালিকদের জন্য বড় অঙ্কের আর্থিক দায় সৃষ্টি হচ্ছে।

সূত্র অনুযায়ী, অবরোধ-হরতালে ক্ষতির পরিমাণ জানতে চলতি মাসের ১২ তারিখে সংগঠনের সব সদস্যের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিজিএমইএ। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর চলতি মাসের ১৪ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১টি প্রতিষ্ঠান তাদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাখ্যা দেয়। ক্রয়াদেশ বাতিল, মূল্যহ্রাস, জাহাজীকরণে বিলম্বসহ আরো কিছু কারণে ১১টি প্রতিষ্ঠান ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়েছে ১১৮ কোটি টাকা।

পোশাক খাতের আরেক সংগঠন বিকেএমইএর মতে, নিটওয়্যার খাতে উৎপাদন কমেছে ৮-১০ শতাংশ। অন্যদিকে খরচ বেড়েছে ৫-৭ শতাংশ। সংগঠনটির সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, 'অবরোধের কারণে উৎপাদন থেকে শুরু করে জাহাজীকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে আমাদের। পণ্য সরবরাহের জন্য ক্রেতাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকেই নির্ধারিত সময়ে পণ্য জাহাজীকরণ করতে পারছেন না।'

পোশাক শিল্পের মতোই মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে ইস্পাত, সিমেন্ট, সিরামিকস, প্লাস্টিক, ওষুধ, পাট, কাগজ এবং খাদ্য, ভোজ্যতেল ও চিনি প্রক্রিয়াজাত শিল্পও। কোনো কোনো কারখানার উৎপাদন কমেছে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত। অনেকেই যন্ত্রপাতি সচল রাখতে সীমিত পরিসরে উৎপাদন চালু রেখেছেন।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন বলেন, অবরোধের কারণে শিল্প উৎপাদনে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। বন্দর থেকে কাঁচামাল আনার জন্য পরিবহন পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া গেলেও ভাড়া গুনতে হচ্ছে বেশি। পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা রয়েছে।

ইস্পাত খাতে দেশে প্রায় সাড়ে ৩০০ রি-রোলিং মিল ও ১০০টির বেশি স্টিল মিল রয়েছে। এ মিলগুলো মূলত ঢাকা ও চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। কেবল সিআর কয়েলের মাসিক উৎপাদনক্ষমতা ১৫ হাজার টন। সক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদনের জন্য খাতটিতে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। কিন্তু অবরোধের কারণে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহন ব্যাহত হচ্ছে। বেশির ভাগ কারখানাই উৎপাদন সীমিত করে এনেছে।

জানতে চাইলে বিএসআরএম গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক তপন সেনগুপ্ত বলেন, চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গে কোনো গাড়িই পাঠানো যাচ্ছে না। স্বাভাবিক সময়ে এসব জেলায় প্রতিদিন গড়ে ৩০ ট্রাক পণ্য (রড) সরবরাহ করা হতো। অবরোধের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় ঢাকায় সরবরাহ কোনো রকমে ধরে রাখা হয়েছে।

পণ্য পরিবহন বিঘ্নিত হওয়ায় উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছেন সিমেন্ট খাতের উদ্যোক্তারাও। প্রিমিয়ার সিমেন্টের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা (সিএমও) খোরশেদ আলম বলেন, 'আমাদের উৎপাদনের ৩৫ শতাংশ যায় উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোয়। অবরোধের কারণে এসব অঞ্চলে সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পণ্য উৎপাদন ১৫ শতাংশের ওপর নেমে গেছে।'

দেশে প্লাস্টিক খাতে কারখানা রয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি। এর মধ্যে এক হাজারের মতো কারখানা উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করে। স্থানীয় চাহিদার প্রায় শতভাগ পূরণ করে পণ্য রফতানিও করে এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্লাস্টিক পণ্য রফতানি থেকে আয় হয় ৮ কোটি ৫৭ লাখ ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় এ আয় ছিল ১ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) পণ্যটি রফতানি থেকে আয় হয়েছে ৫ কোটি ৩৬ লাখ ৪০ হাজার ডলার। কিন্তু টানা অবরোধের কারণে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে খাতটি। পণ্য সরবরাহ না করতে পারায় খাতটির উৎপাদন অনেক কমেছে।

এন মোহাম্মদ প্লাস্টিকের মহাব্যবস্থাপক ফরহাদ হোসেন বলেন, 'উৎপাদিত পণ্যের মাত্র ১০ শতাংশ চট্টগ্রামে স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করতে পারছি। এর বাইরে দেশের কোনো জেলায়ই পণ্য সরবরাহ করতে পারছি না। এভাবে চললে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন-ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।'

এরপর » পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

PTO

নাজুক অবস্থায় বেসরকারি

১ম পৃষ্ঠার পর

দেশে ওষুধের বাজার ১৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অ্যালোপেথিক ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে আড়াইশর বেশি। এ বাজারের ৫০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি স্কয়ার, ইনসেপ্টা, বেক্সিমকো, অপসোনিন ও রেনাটা। প্রায় ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে এসব কোম্পানির গড় প্রবৃদ্ধি। অবরোধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ খাতও।

বেক্সিমকো ফার্মার প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা রাব্বুর রেজা বলেন, এ খাতে বিক্রি কমেছে ১০ শতাংশের বেশি। তারা ঝুঁকি নিয়ে নিজস্ব পরিবহনে ওষুধ সরবরাহ করলেও কাঁচামাল পরিবহনে সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া অবরোধের কারণে উৎপাদন খরচও বাড়ছে।

টানা অবরোধে উৎপাদন খাতের পাশাপাশি বাণিজ্য ও সেবাখাতও হুমকির মুখে পড়েছে। লেনদেন কমে গেছে পাইকারি ও খুচরা বাজারে। এর প্রভাব পড়েছে ব্যাংকিং খাতের ওপর। ব্যাংক নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার বলেন, অবরোধের কারণে বছরের শুরুতেই মন্দায় পড়েছে ব্যাংকিং খাত। দোকান খুলতে না পারায় এসএমই খাত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিক্রি না হওয়ায় ঋণের কিস্তি সময়মতো পরিশোধ করতে পারছেন না অনেকে। নিরাপত্তার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তারাও সময়মতো আসতে পারছেন না।

দেশে ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় দুই বাজার ঢাকার মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ। অবরোধে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে এ দুই বাজারে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, এখানে ব্যবসা কমেছে ৬০-৭০ শতাংশ। খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক ও চেম্বার পরিচালক সৈয়দ ছগীর আহমদ বলেন, চাক্তাই ও খাতুনগঞ্জে পাঁচ হাজার ট্রেডিং হাউজ রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় এখানে। রাজশাহী, বগুড়া, কুষ্টিয়ায় পণ্য পাঠাতে না পারায় এখন বিক্রি ২৫০-৩০০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

অবরোধে বিক্রি প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে সব ধরনের গাড়ি বিক্রি। শোরুমগুলোয় ক্রেতা নেই বললেই চলে। বারভিডার সাবেক সভাপতি মো. আবদুল হামিদ শরিফ বলেন, নতুন বছরে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ব্যবসায়ীরা হোঁচট খেয়েছেন। বন্দরে গাড়ি এসে পড়ে রয়েছে। খালাস করার উপায় নেই। প্রতিদিন বন্দরের জরিমানা বাড়ছে, বাড়ছে ঋণের সুদ। কিন্তু বেচাকেনা নেই।

এদিকে নাশকতার ভয়ে কমে গেছে বাস-ট্রাক চলাচল। বড় পরিবহন কোম্পানিগুলো ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রাতে সীমিত পরিসরে বাস চালাচ্ছেন। তবে যাত্রী না থাকায় ও নাশকতার আশঙ্কায় ৫০-৬০ শতাংশ বিলাসবহুল বাস বসিয়ে রাখা হয়েছে। এতে ব্যাংকঋণ পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে বিভিন্ন পরিবহন কোম্পানি। আর নিরাপত্তা বাহিনীর প্রহরায় ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান চললেও তার সংখ্যাও অনেক কম।

এমনিতেই মন্দার মধ্যে রয়েছে আবাসন খাত। টানা অবরোধ পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলেছে। আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাবের সাবেক সভাপতি ও শেলটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ড. তৌফিক এম সেরাজ বলেন, নির্মাণসামগ্রী পরিবহন ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এর ওপর প্লট-ফ্ল্যাটের ক্রেতার সংখ্যা অস্বাভাবিক কমে গেছে। ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বিক্রি দুটোই প্রায় অর্ধেকে নেমে গেছে।